



12380 - কাযা (ভাগ্য) ও তাকদীর (নয়িতা) এর প্রতিঈমান

প্রশ্ন

ইসলামে ধর্মের মর্যাদা। কোন কোন ক্ষেত্রে একজন মুসলমিকে ধর্ম ধারণ করতে হবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

কাযা (ভাগ্য) ও তাকদীর (নয়িতা)- এর প্রতিঈমান ঈমানের অন্যতম একটি রোকন (মূলস্তম্ভ)। কোন মুসলমিরে ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে বিশ্বাস করে যে, যা ঘটছে সেটা ঘটতই ঘটত। আর যা ঘটেনি সেটা কল্পিতই ঘটত না। এই বিশ্বাস করে যে, সবকিছু আল্লাহর কাযা ও তাকদীর অনুযায়ী ঘটে থাকে। যমেনটি আল্লাহ বলছেন: “আমি প্রত্যেক বস্তুকে তাকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করছি।” [সূরা ক্বামার, আয়াত: ৪৯]

আর ঈমানের সাথে ধর্মের সম্পর্ক মাথার সাথে যমেন দহেরে সম্পর্ক। ধর্ম একটা মহৎ গুণ। যার প্রতিফল প্রশংসতি। ধর্মধারণকারীগণ বনি হসাবে তাদের প্রতিফল গ্রহণ করবেন। যমেনটি আল্লাহ তাআলা বলছেন: “ধর্মশীলদেরকেই তো তাদের পুরস্কার পূর্ণরূপে দয়া হবে বনি হসাবে।” [সূরা যুমার, আয়াত: ৯]

এই জমনি, কথিবা নিজেরে জানেরে উপর, কথিবা সম্পদের উপর, কথিবা পরিবার-পরিজনের উপর কথিবা অন্য যা কিছু উপর যত ধরণের বিপদ-আপদ ঘটে, ফতিনা-ফাসাদ আপততি হয় আল্লাহ তাআলা সবে ঘটার আগাই সে সম্পর্কে জানেন এবং সেটা তিনি লিখে রাখেন। যমেনটি তিনি বলছেন: “পৃথিবীতে ও তমাদরে জানেরে উপর যে বিপদই আসুক না কেন আমরা তা সৃষ্টি করার আগাই কতিবে লিপিবদ্ধ আছে।” [সূরা হাদীদ, আয়াত: ২২]

মানুষ যসেব মুসবিতরে শকির হয় সেটা তার জন্ম মঙ্গলজনক সে তা জানতে পারুক বা না পারুক। কেননা আল্লাহ যা তাকদীর বা নির্ধারণ করছেন সেটা মঙ্গল ছাড়া আর কিছু নয়। আল্লাহ বলেন: “আপনি বলুন, আমাদেরকে কোন কিছুই আক্রান্ত করবে না, কিন্তু আল্লাহ যা লিখে রাখেন সেটা ছাড়া; তিনি আমাদের কার্যনির্বাহক। অতএব, মুমনিদের আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত।” [সূরা তওবা, আয়াত: ৫১]

যে মুসবিত ঘটে সেটা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষেই ঘটে। আল্লাহ না চাইলে সেটা ঘটত না। কিন্তু, আল্লাহ অনুমতি দিয়েছেন, নির্ধারণ করে রাখেন তাই সেটা ঘটছে। আল্লাহ বলেন: “আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন বিপদই আপততি হয়



না। যবে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, আল্লাহ্ তার অন্তরকে সৎপথে পরচালিত করে। আল্লাহ সর্ববধিযে সর্ববজ্‌ঞঃ।”[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১১]

অতএব, বান্দা যখন জানল যবে, সকল মুসবিত আল্লাহর নরিধারণ অনুযায়ী ঘটে সুতরাং বান্দার আবশ্যকীয় কর্তব্য সবে ঈমান রাখা, মনে নেওয়া এবং ধরৈয ধারণ করা। যবেতু ধরৈযে প্রতিদিন হচ্চে জান্নাত। যমেনটি আল্লাহ্ তাআলা বলছেন: “আর তারা যবে ধরৈযধারণ করছিলি তার পরণিমে তিনি তাদেরকে জান্নাত ও রশেমী বস্তুরে পুরস্কার প্রদান করবনে।”[সূরা ইনসান, আয়াত: ১২]

আল্লাহর পথে দাওয়াত দান এক মহান মশিন। যবে ব্যক্তি দাওয়াতী কাজে তৎপর থাকে তাকে নানারকম কষ্ট ও বপিদ-মুসবিতরে শিকার হতে হয়। এ কারণে আল্লাহ্ অন্য নবীদরে মত তাঁর রাসূলকও ধরৈয ধারণ করার নরিদশে দিয়ছেন। তিনি বলেন: “যভোবে উলুল-আযম রাসূলগণ ধরৈয ধারণ করছেন আপনও সভোবে ধরৈযধারণ করুন”[সূরা আহক্বাফ, আয়াত: ৩৫]

আল্লাহ্ তাআলা ঈমানদারদেরকে দকি নরিদশেনা দিয়ছেন যবে, যদি কোনে বধিযে তারা উদ্বগ্ন হয় কথিবা তাদের কোনে মুসবিত ঘটে যায় তাহলে তারা যবে ধরৈয ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করে; যাতে করে আল্লাহ্ তাদের দুশ্চিন্তা দূর করে দনে এবং দ্রুত তাদেরকে মুক্ত করে দনে। “হে ঈমানদারগণ, তোমরা ধরৈয ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর। নশিচয় আল্লাহ্ ধরৈযশীলদের সাথে রয়ছেন।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৩]

আল্লাহ্ কর্তৃক নরিধারিত বিভিন্ন দুর্ঘটনা, আল্লাহর ইবাদত ও আল্লাহর আবধ্য না হওয়ার ক্ষত্রে ধরৈয ধারণ করা মুমনিরে উপর ফরয। যবে ব্যক্তি ধরৈয ধারণ করবে কয়ামতরে দনি আল্লাহ্ তাকে বনি হসিাবে পুরস্কার দবিনে। আল্লাহ্ তাআলা বলেন: “ধরৈযশীলদেরকেই তও তাদের পুরস্কার পূরণরূপে দয়ো হবে বনি হসিাবে।”[সূরা যুমার, আয়াত: ৯]

মুমনি তার খুশি ও দুঃখ উভয় অবস্থাতই পুরস্কার পায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহ ওয়া সাল্লাম বলেন: “মুমনিরে বধিযটি খুবই বস্ময়কর। তার সর্ব বধিযই কল্যাণকর। মুমনি ছাড়া অন্য কারও ক্ষত্রে এমনিটি হয় না। যদি খুশি কিছু ঘটে তখন সে শুররিয়া আদায় করে। আর যদি দুঃখরে কিছু ঘটে তখন সে ধরৈয ধারণ করে। ফলে যটেই ঘটুক সটো তার জন্য কল্যাণকর।”[সহহি মুসলমি (২৯৯৯)]

বপিদকালে আমাদরেকে কী বলতে হবে সে বধিযেও আল্লাহ্ আমাদরেকে দকি নরিদশেনা দিয়ছেন। এবং জানিয়ছেন যবে, ধরৈযধারণকারীদের জন্য তাদের রবরে কাছ উন্নত মর্যাদা রয়ছে। তিনি বলেন: “আর আপনি ধরৈযশীলদেরকে সুসংবাদ দনি; যারা, তাদেরকে যখন বপিদ আক্রান্ত করে তখন বলে: **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** (নশিচয় আমরা আল্লাহর জন্য এবং নশিচয় আমরা তাঁর দকি প্রত্যাবর্তনকারী)। তাদের উপরই রয়ছে তাদের রবরে পক্ষ থেকে মাগফরাত ও রহমত এবং তারাই হদিয়াতপ্রাপ্ত।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ১৫৫-১৫৭]